প্রথম আলো

তারিখ ... 22 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৭৫০টি কলেজের ১০ লাখ শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেওয়া হলে শিক্ষার মান আরও নেমে যেতে পারে

সংস্কার নয়, ভাঙতে চায় সরকার

শরিফুজ্জামান ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিকেন্দ্রীকরণের বদলে কার্যত ভেঙে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দেশের প্রায় এক হাজার ৭৫০টি কলেজ ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবমুক্ত হয়ে দেড় যুগ আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। সরকারের এ পদক্ষেপে দেশজুড়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

১০ লাখ শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল এই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেওয়া হলে কলেজ পর্যায়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার মান আরও নেমে যেতে পারে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি হলে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা ঢাকার বাইরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখার দিকে আরও বেশি ঝুঁকতে বাধ্য হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সূত্রমতে, শিক্ষাক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের অনেকে এমনকি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও সরকারের এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করছেন না। তাঁরা বলছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমান কাঠামোর মধ্যে রেখেই এর সংস্কার করতে হবে। অন্যদিকে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ইঙ্গিত হচ্ছে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো থাকবে না বরং নতুনভাবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে কলেজগুলো ছয়টি বিভাগীয় শহরে ছয়টি সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য গত ২৫ মার্চ ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত মঙ্গলবার বলেছেন, কলেজগুলো অবমুক্ত করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

জানা যায়, সরকার চায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি গবেষণাধর্মী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে এমফিল, পিএইচডি ও কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হবে এবং চলবে নানামুখী গবেষণা। এ ক্ষেত্রে ভারতের জওহরলাল নেহরু বা অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মতো করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে।

কমিটির প্রধান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের সমস্যা আছে, তা আমরা ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছি। এসব সমস্যা এক দিনে তৈরি হয়নি, তাই সমাধানে হাতেও সময় লাগবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সেলেন্স করতে চাইলে সেখানে সেই মানের শিক্ষক, অবকাঠামো, গবেষণা ও জনবল লাগবে। তা ছাড়া কলেজের দায়িত্ব নেওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশ্ন-পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য আলাদা খুলতে হবে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম যে কারণে : দেড় যুগ আগে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের আগে কলেজগুলো ছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। তখন সারা দেশে কলেজের সংখ্যা ছিল এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

সংস্কার নয়, ভাঙতে চায় সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৭৫০। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব অধিভুক্ত কলেজের দিকে যথাযথ নজর দিতে পারত না। এ কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়।

১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ নম্বর আইনে বলা হয়, 'কলেজ শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনিকীকরণ ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা সমীচীন...।'

আইনে বলা থাকলেও দেড় যুগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। কয়েক বছর ধরে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছয় বিভাগে ছয়টি ক্যাম্পাস বা শাখা খুলে এর কাজকর্ম বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারে। মফস্বলের শিক্ষার্থীদের যাতে গাজীপুরে না আসতে হয় এবং বিভাগীয় শহরেই যাতে তার সব কাজ শেষ হয়, সে জন্য বিভিন্ন মহল সুপারিশ করে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টির কোনো রকম সংস্কার না করে এর কর্ণধারেরা দলীয়করণ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ভবদমূর্তি প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সরকার যা করতে চায় : সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো ছয়টি বিভাগীয় শহরের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছেড়ে দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১১ সদস্যের যে কমিটি গঠন করেছে, তার একতিয়ার হচ্ছে, স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কলেজের অধিভুক্তি ও আনুষঙ্গিক ক্ষমতা অর্পণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করা এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিদ্যমান আইনে কী ধরনের সংযোজন বা সংশোধন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সুপারিশ তৈরি করা। এ ছাড়া সুপারিশ করা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলোর তালিকা তৈরি। ওই কমিটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ও উন্নতর শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে সুপারিশ দিতে বলা হলেও আরও কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগ্রহী নয় : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকা বিভাগের কলেজগুলো নিতে আগ্রহী নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপকতা ও কর্মপরিধি এতটাই বেড়ে গেছে যে ঢাকা বিভাগের সব কলেজের দায়িত্ব নিতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়তি ঝামেলা ও অস্বাভাবিক চাপ তৈরি হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, সাধারণ কলেজগুলোকে নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিশেষায়িত ও প্রযুক্তিনির্ভর কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিতে পারে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঢাকা ও এর আশপাশের কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থাকতে পারে। বাকিগুলো বিভাগীয় পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিভুক্ত করা যেতে পারে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা এখন এক হাজার ৬৭৬ জন। আরও আছেন ৭৮ জন শিক্ষক, যাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে কাজ না করা বা কাজ না থাকার অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও অধ্যাপক নেই। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে রয়েছে দলাদলি ও কাদা ছোড়াছুড়ির অভিযোগ। প্রয়াত অধ্যাপক আফতাব আহমাদের সময়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনীয় এবং দলীয় লোক নিয়োগের অভিযোগ ওঠে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য দুই সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের নেতৃত্বে তিনটি কমিটি কাজ করছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর উপাচার্য পদে কাজী শহীদুল্লাহ, সহ-উপাচার্য পদে আবু সাঈদ খান ও তোফায়েল আহমদ চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ পদে কাজী ফারুক আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত তাঁরাও সমর্থন করছেন না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে এটিকে কীভাবে নিয়মের আওতায় এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে চালানো যায়, সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা ও পরামর্শ চেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটও বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক দিকে দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ প্রায় ১২০ কোটি টাকা।

মামলায় জর্জরিত প্রতিষ্ঠান : অসংখ্য মামলার ভারে নুয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। একের পর এক মামলা হচ্ছে, বেশির ভাগ মামলা মোকাবিলা করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনবল নিয়োগ, মারামারি, চাকরিচ্যুতিসহ নানা মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুটি পক্ষ রয়েছে। এর একটি অংশে রয়েছে ৮১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, যাঁরা আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে পরিচিত। বাকি প্রায় ধরাই বিএনপি-জামায়াতের সমর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যহীনতা একটি বড় কারণ বলে ধারণা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহলের।

আফতাব আহমাদের সময় চাকরিচ্যুত রেজিস্ট্রার ফিরোজ আহমেদ আখতার ২০০৪ সাল থেকে আইনি লড়াই চালিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালত থেকে চাকরি ফিরে পাওয়ার পক্ষে রায় পেয়েছেন। একই সময় চাকরিচ্যুত উপ-রেজিস্ট্রার সুলতানা রাজিয়া গত মঙ্গলবার আদালতের রায় পেয়ে গতকাল যোগদানপত্র দিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। প্রয়াত উপাচার্য আফতাব আহমাদের বিরুদ্ধে লীলতাহানির অভিযোগ এনে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে তিনি মামলা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক হাফিজুর রহমান প্রতিপক্ষের হাতে কয়েক দফা লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং তিনি একাই বেশ কয়েকটি মামলায় জড়িয়ে। ভুয়া বিজ্ঞাপনে জনবল নিয়োগ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে, আরও মামলা হয়েছে নিয়োগ কমিটির বিরুদ্ধে। এভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি অস্থিতিশীল করে রাখছেন কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ এই অস্থিতিশীল অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এটির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক রণীদকে অন্য শাখায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই শাখায় একজন সহকারী পরিদর্শককে আনা হয়েছে, যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি ওই কর্মকর্তাসহ ১৩ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। কোনো রকম বিজ্ঞাপন বা পরীক্ষা ছাড়াই তাঁদের পদোন্নতির প্রস্তাব সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হয় বলে অভিযোগ আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, পদোন্নতি পাওয়া ব্যক্তিদের প্রায় সবাই এটা পাওয়ার যোগ্য এবং জোট সরকারের আমলে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের যে প্রক্রিয়ায় পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, সেটি যথাযথ ছিল না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য তোফায়েল আহমদ চৌধুরী বলেছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এর ভেতরের সংস্কার বেতাবে শুরু করা সম্ভব নয়।